# তৃতীয় পর্ব

## ইমামিয়া শিয়া বা ইমামপন্থী শিয়াদের ৩৫ টি উপদল ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম যুগে শিয়াগণ মূলতঃ ৪টি গ্রুপে বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তারা হলো (১) মুখ্‌লিসীন (২) তাফ্‌দীলিয়া (৩) ছাব্বাইয়া (৪) ঘালিয়া। চতুর্থ গ্রুপটি হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে খোদায়িত্ব আরোপ করতো। এরা চরমপন্থী। এরা পরবর্তীতে চব্বিশটি (২৪) উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে- যা এই মাত্র আলোচনা করা হয়েছে। তাদের শেষোক্ত দলটির নাম ইমামিয়াপন্থী শিয়া। এই ঘালি উপদলটি পরবর্তীকালে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে পুণরায় ৩৫টি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। বক্ষমান আলোচনায় তাদের শ্রেণী বিন্যাস ও আক্বীদা বিশ্বাস পর্যালোচনা করা হলো।

**১। হাসানী শিয়া ঃ** এই উপদলটি ইমামিয়া শাখার একটি দল। এদের আক্বীদা হলো- "হযরত আলীর পর ইমামত বা নেতৃত্ব শুধু হযরত ইমাম হাসান ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইমাম হোসাইন (রাঃ) অথবা তাঁর বংশধরগণের মধ্যে কেউ এ পদের মালিক নন"। এদের বিশ্বাস মতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হাসান তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ক্রমান্বয়ে এই ধারা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মোহাম্মাদ নাফ্‌ছে যাকিয়া ও ইব্রাহীম পর্যন্ত চালু ছিল। শেষোক্ত দু'জন আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর- এর যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহাদাত বরণ করেন। আরব ও আজমে তাদের অনুসারী ছিল প্রচুর। আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নাফ্‌ছে যাকিয়াকে গোপনে সহযোগিতা করতেন। তাঁদের শাহাদতের অনেক পরে ১৯৫ হিজরী সনে হাসানী শিয়া গ্রুপটির সৃষ্টি হয়। এরা উপরোক্ত ছয় জনের ইমামতে বিশ্বাসী। এটা তাদের মনগড়া আক্বীদা- যা পরবর্তী যুগে গড়ে উঠেছে।

**২। হাকামিয়া শিয়া ঃ** হিশাম ইবনে হাকাম নামীয় শিয়া নেতার অনুসারীগণকে হাকামিয়া শিয়া বলা হয়। এদের চরমপন্থী আক্বীদা হলো- "ইমাম হাসান (রাঃ)- এর পর ইমাম হোসাইন, ইমাম জয়নুল আবেদিন, ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) পর্যন্তই ইমামতের পদ সমাপ্ত। এরপর আর কোন ইমাম নেই"। এ প্রশাখার সৃষ্টি হয় ১০৯ হিজরীতে।

**৩। ছালিমিয়া শিয়া ঃ** হিশাম ইবনে ছালিম নামের শিয়া নেতার অনুসারীরা ছালিমিয়া শিয়া নামে পরিচিত। ইমামদের ক্ষেত্রে হাকামিয়া প্রশাখার আক্বীদা পোষণ করলেও

www.sunnibarta.com

এরা আক্বীদাগত দিক থেকে পৃথক। হাকামিয়া প্রশাখার আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা দীর্ঘ দেহধারী- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা বিশিষ্ট এক মহান সত্ত্বা"। কিন্তু ছালিমিয়া শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে- "মানুষের আকৃতিতেই আল্লাহ্ আকৃতি ধারণকারী এক সত্ত্বা"। ১১৩ হিজরীতে এদের উদ্ভব হয়।

**৪। শয়তানিয়া বা নোমানিয়া শিয়া ঃ** মোহাম্মাদ ইব্নে নোমান ছায়রাফী নামের নেতার অনুসারীদেরকে শয়তানিয়া শিয়া বলা হয়। কেননা, মোহাম্মাদ ইবনে নোমানের উপাধী ছিল "শয়তানুত তাক"। অবশ্য শিয়ারা তাকে বলতো- "মোমেনুত তাক"। এই দল ইমামতের ক্ষেত্রে ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর ছেলে ইমাম মুছা কাযেম (রাঃ) পর্য্যন্ত ইমাম স্বীকার করে। ছালিমিয়া গোত্রের ন্যায় এরা আল্লাহ্কে মানুষের রূপে আকৃতি ধারণকারী এক সত্ত্বা বলে বিশ্বাস করে। এদের জন্ম হয় ১১৩ হিজরীতে।

**৫। জারারিয়া শিয়া ঃ** ১৪৫ হিজরীতে এই নূতন শিয়া ফির্কার সৃষ্টি হয়। কুফার অধিবাসী জারার ইব্নে আউন নামের জনৈক শিয়া এই দলের নেতা। হাকামিয়া শিয়াদের ন্যায় এরা ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) পর্যন্ত ইমাম মান্য করে। এই দল আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী বা ছিফাত সমূহকে অবিনশ্বর (কাদীম) বলে স্বীকার করে না- বরং নশ্বর বা পরিবর্তনশীল (হাদেছ) বলে মনে করে। আদিতে আল্লাহ্র ছিফাত ছিল না- পরে হয়েছে বলে এদের ধারণা।

**৬। বাদাইয়া শিয়া ঃ** এরা প্রথম ছয়জন ইমামকে মানে (হযরত আলী, হাসান, হোসাইন, জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও জাফর সাদেক)। এদের ধারণা- আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সৃষ্টি করে পরে মুছলিহাতের পরিপন্থী মনে করে কখন কখনও লজ্জিত হন। যেমন ইসলামের প্রথম তিন খলিফা নির্বাচিত করে পরে আল্লাহ্ তায়ালা লজ্জিত হয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। এদের জন্ম ১৪৫ হিজরী সনে।

**৭। মুফাউওয়াজা শিয়া ঃ** এরাও ছয় ইমামে বিশ্বাসী। এদের আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দুনিয়া সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করে দিয়েছেন"। তাদের কেউ কেউ আবার হযরত আলী (রাঃ)- এর উপর সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পনের কথা বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ বলে- রাসুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) উভয়ের উপরই যৌথভাবে পৃথিবী সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এদের জন্ম ১৪৫ হিজরীতে।

**৮। ইউনুছিয়া শিয়া ঃ** ইরানের কুম শহরের বাসিন্দা ইউনুছ ইবনে আবদুর রহমান নামীয় জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দল। এরাও ছয় ইমামে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ সম্পর্কে এদের বিশ্বাস হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা প্রকৃত ও শাব্দিক অর্থেই আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং ফেরেস্তাগণ উক্ত আরশ ধারণ করে আছে"।

www.sunnibarta.com

**৯। বাকেরিয়া শিয়া ঃ** এই দলের বিশ্বাস- "ইমাম বাকের (রাঃ) ইনতিকাল করেননি। বরং তিনি ভবিষ্যতে পুণঃ আত্মপ্রকাশ করবেন"।

**১০। হাজেরিয়া শিয়া ঃ** হাজের একটি পাহাড়ের নাম। একদল শিয়ার আক্বীদা হচ্ছে- "ইমাম বাকের (রাঃ)- এর অপর এক পুত্র যাকারিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) নহেন। এই যাকারিয়া হাজের নামক পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছেন। নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন না"।

**১১। নাউছিয়া শিয়া ঃ** বসরার অধিবাসী আবদুল্লাহ ইবনে নাউছ নামীয় জনৈক ব্যক্তির অনুসারী দলকে নাউছিয়া বলা হয়। এরা বিশ্বাস করে- "ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) এখনও জীবিত এবং আত্মগোপনকারী। ভবিষ্যতে তিনিই ইমাম মাহ্দী রূপে আবির্ভূত হবেন"।

**১২। আম্মারিয়া শিয়া ঃ** আম্মার নামের নেতার অনুসারী এই দল। এদের ধারণা নাউছিয়া শিয়াদের বিপরীত। এদের মতে- "ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) ইনতিকাল করেছেন। তাঁর পরে ইমাম হচ্ছেন তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ।" ১৪৫ হিজরীতে (৭ ও ৮ নম্বর শিয়াদের সমসাময়িক কালে) এই দলের সৃষ্টি হয়।

**১৩। মুবারকিয়া শিয়া ঃ** এই দলটি মুবারকের অনুসারী। এরা ইসমাইলী গোত্রেরই একটি শাখা। এদের বিশ্বাস মতে- "ইমাম জাফর সাদেকের (রাঃ) বড় ছেলে ইসমাইল তাঁর স্থলাভিষিক্ত। এরপর অপর ছেলে মোহাম্মদ হলেন ইমাম"। এদের মতে- উক্ত মোহাম্মদ হলেন প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্দী।

**১৪। বাতিনিয়া শিয়া ঃ** শিয়াদের এ উপদলটি কোরআন মজিদের প্রকাশ্য অর্থ মতে আমল করে না। এদের আক্বীদা মতে- কোরআনের বাতিনী অর্থের উপরই আমল করা ওয়াজিব। এরা ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর পর তাঁর বড় ছেলে ইসমাইল এবং তার বংশধরগণকেই ইমাম বলে মান্য করে।

**১৫। ইসমাইলী কারামাতা শিয়া ঃ** ইসমাইলী পন্থী শিয়াদেরই একটি অতি উগ্র দল হলো কারামাতা শিয়া। কুফার অধিবাসী কারামাত নামীয় শিয়া এই দলের নেতা। ২৭০ হিজরী সালে এই ইসমাইলী কারামাতা শিয়ার সৃষ্টি হয়। এরা ইমাম জাফর সাদেকের পূর্বে ইসমাইলকে শেষ ইমাম বলে। সমস্ত হারাম বস্তুকেই এরা হালাল বা মোবাহ বলে বিশ্বাস করে। এরাই মক্কা শরীফের খানায়ে কাবার হাজরে আসওয়াদকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং ৩৫ বৎসর পর্যন্ত তাদের নিকট রাখে। সংক্রামক ব্যাধিতে এদের অসংখ্য লোক মারা যেতে থাকে। ভয়ে ভীত হয়ে এরা হাজ্রে আস্ওয়াদ ফেরত দেয়- দ্বিখন্ডিত অবস্থায়। এরা ভারতবর্ষের মুলতান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এককালে (সুলতান মাহ্মুদের পূর্বে) রাজত্ব করেছিল। এদের ফিত্নার জের হিসাবে এখনও আগাখানী ইসমাইলিয়া শিয়ারা ফিত্না সৃষ্টি করে চলছে। এরা খুবই হিংস্র।

www.sunnibarta.com

**১৬। শামিতিয়া শিয়া ঃ** ইসমাইলী শিয়াদের আর একটি উপশাখার নাম শামিতিয়া। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু শামীত এদের নেতা। এদের মতে ইমাম জাফর সাদেকের পর তাঁর পাঁচ পুত্র- ইসমাইল, মুহাম্মাদ, মুছা কাযেম, আবদুল্লাহ্ ও ইসহাক ক্রমানুসারে তাদের ইমাম।

**১৭। মায়মুনিয়া শিয়া ঃ** আহ্ওয়াজের বাসিন্দা আবদুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন- এর অনুসারী এই দল। এরা ইসমাইলকে ইমাম মানে এবং আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূল (দঃ) -এর হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করাকে হারাম বলে আক্বীদা পোষন করে। এরা পরকালের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

**১৮। খালাফিয়া শিয়া ঃ** খালাফ নামীয় জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দল। এরা মায়মুনিয়াদের মত আল্লাহ্র নিকট পুনঃ প্রত্যাবর্তনকে (বা'ছ) অস্বীকার করে এবং ইসমাইলকে ইমাম বলে স্বীকার করে। তবে কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী এরা আমল করে। শরীয়তের পরিভাষায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইবাদত করাকে ছালাত বা নামায বলে। এরা শুধু দোয়া করে।

**১৯। বারকিয়া শিয়া ঃ** মুহাম্মাদ ইবনে আলী বারকেয়ীর অনুসারী এই দল। ইমামতের ক্ষেত্রে খালাফিয়াদের মত আক্বীদা পোষণ করে এবং পুনরুত্থানকে তাদের মত এরাও অস্বীকার করে। কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা তাদের ইচ্ছামত করে। কোন কোন নবীকেও তারা অস্বীকার করে। এমনকি- তাঁদেরকে লা'নত পর্যন্ত করে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)।

**২০। জান্নাবীয়া শিয়া ঃ** ইমামী শিয়াদের ৩৫ দলের মধ্যে আবু তাহের জান্নাবীর এই উপদলটি কারামাতা শিয়াদের অনুরূপ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এরা শরীয়তের কোন বিধি নিষেধকেই স্বীকার করে না। বরং- যারা শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলে, তাদেরকে কতল করা ওয়াজিব বলে। এ কারণেই তারা মক্কার হাজীদেরকে কতল করতো এবং কারামতাদের যোগ সাজছে হাজরে আসওয়াদ অপহরণ করে নিজ দেশে (ইরানে) নিয়ে গিয়েছিল।

**২১। সাব্ইয়া শিয়া ঃ** কারামাতা শিয়াদের একটি উপদল এরা। এরা সাত নবীকে শরীয়তের বিধান দাতা বলে বিশ্বাস করে। এদের মতে- তাঁরা হলেন- হযরত আদম, অপর পাঁচজন বিশিষ্ট নবী ও ইমাম মাহ্দী। এদের মতে এই সাতজনের মধ্যে ইসমাইল (আঃ) একজন।

**২২। মাহ্দুভীয়া শিয়া ঃ** আফ্রিকায় মাহ্দী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ মাহ্দী বিল্লাহ্কে এরা ইমাম মানে। এদের মতে ইমামের সংখ্যা অনেক। ইসমাইলের পর তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, তাঁর ছেলে আহম্মদ ওয়াফী, তার ছেলে মুহাম্মাদ তকী, তার

www.sunnibarta.com

ছেলে মুহাম্মাদ রাযী, তার ছেলে আবুল কাশেম আবদুল্লাহ, তার ছেলে মুহাম্মাদ মাহ্দী- (খিলাফত প্রতিষ্ঠাতা), তার ছেলে কায়েস বি-আমরিল্লাহ, তার ছেলে মানসুর বি-কুয়াতিল্লাহ্, তার ছেলে মুয়েজ লি-দীনিল্লাহ্, মানসুর আজিজ বিল্লাহ্, তার ছেলে হাকেম বি-আমরিল্লাহ্, জাহের বি-দীনিল্লাহ্, তার ছেলে মুসতানসির বিল্লাহ্ প্রমুখ ইমাম। এদের জন্ম হয় ২৯৯ হিজরীতে।

**২৩। নেজারিয়া শিয়া ঃ** মাহ্দুভিয়া শিয়াদের ইমাম হচ্ছে মুসতান্সির বিল্লাহ। তাঁর পরে এরা দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখার ইমাম হলেন তার ভাই নেজার। তার অনুসারীদেরকেই নেজারিয়া শিয়া বলা হয়। এদের আক্বীদা হলো- "ইমামই সর্বেসর্বা। শরীয়তের যে কোন বিধি বিধান তিনি রহিত করতে পারেন"। এই শাখার মধ্যে পরবর্তিকালে রুকন উদ্দিন ইমাম নিযুক্ত হন। তার আমলেই চেঙ্গিস খান তাবারিস্তান ধ্বংস করে। রুকুনউদ্দিন তাতারিদের হাতে নিহত হয়। তার ছেলে জাদীদউদ্দৌলা নিজেকে ইমাম বলে দাবী করে। তাতারীগণ তাকেও বিতাড়িত করে। তিনি তাবারিস্তানের কোন এক গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এই গোত্র এখানেই ইমামশূণ্য হয়।

(এদের প্রভাবেই মোঘল সম্রাট আকবর "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করেন এবং নিজেকে ইমামে আদিল বলে দাবী করে শরীয়তের বিধি বিধানে পরিবর্তন আনয়ন করেন। উল্লেখ্য, আকবরের মাতা হামিদা বানু ছিলেন শিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী বৈরাম খাঁও ছিলেন শিয়া। "দ্বীনে ইলাহী" শিয়াদের প্রভাবেই প্রবর্তিত হয়। এ কারণেই হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী- (রঃ) আজীবন এই শিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং মাকতুবাত শরীফে শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা সম্পর্কে তাঁর খলিফাদের সতর্ক করেছেন- লেখক)।

**২৪। আফ্তাহিয়া শিয়া ঃ** আফতাহ্ আরবী শব্দ। অর্থ- চওড়া পদযুগল। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর পঞ্চপুত্রের মধ্যে একজনের নাম আবদুল্লাহ আফতাহ্। তাঁর পদযুগল পাশে বেশী চওড়া বা প্রশস্থ হওয়ার কারণে এ নাম রাখা হয়। তাঁর অনুগামীদেরকে আফ্তাহিয়া শিয়া বলা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার নামক জনৈক শিয়া এই শাখার প্রথম নেতা। এ কারণে এদেরকে আম্মারিয়া শিয়াও বলা হয়। এ শিয়াগণ ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ আফ্তাহ্কে ইমাম বলে বিশ্বাস করে। তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় এখানেই ইমামত পদ সমাপ্ত হয়। শিয়াদের মতে তিনি ইনতিকাল করেছেন সত্য, কিন্তু পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এরা পুনর্জন্ম (কুফরী) মতবাদে বিশ্বাসী।

www.sunnibarta.com

**২৫। ইসহাকিয়া শিয়া ঃ** ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর পঞ্চ পুত্রের একজন ছিলেন ইসহাক। এই দলের শিয়াগণ ইসহাককে ইমাম বলে স্বীকার করে। আবদুল্লাহ আফতাহ্‌কে এরা ইমাম বলে স্বীকার করে না।

**২৬। মুফাদ্দালিয়া শিয়া ঃ** মুফাদ্দাল ইবনে আমর- এর অনুসারী শিয়াগণকে মুফাদ্দালিয়া শিয়া বলে। ইমাম জাফর সাদেকের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র মুছা কাযেম (রাঃ) কে তারা ইমাম বলে মানে। এদের বিশ্বাস- হযরত মুছা কাযেম (রাঃ) নিশ্চিত ভাবেই ইন্‌তিকাল করেছেন।

**২৭। মামতুরিয়া শিয়া ঃ** এরাও মুছা কাযেমকে ইমাম মানে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি জীবিত আছেন এবং তিনিই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী। পরে তিনি আত্ম-প্রকাশ করবেন। তাদেরকে মামতুরিয়া বলার কারণ এই- মোফাদ্দালিয়া গ্রুপের এক নেতা ইউনুছ ইবনে আবদুর রহমান এক মুনাযারা বা বিতর্ক মজলিসে এদেরকে উপহাস করে বলেছিল- "তোমরা আমাদের নিকট ভিজা কুকুরের (কিলাব মামতুরা)" চেয়েও নিকৃষ্ট।

**২৮। মুছুভিয়া শিয়া ঃ** এরা হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)- এর জীবিত থাকা বা মৃত হওয়ার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এ কারণে তাঁর সন্তানগণকে ইমাম মানতে এরা ইতস্ততঃ করে। মুফাদ্দালিয়া ও মাম্‌তুরিয়া শিয়াদের মাঝামাঝি-সন্দেহবাদী দল এরা।

**২৯। রিজইয়্যা শিয়া ঃ** হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)- এর মৃত্যুর পর তাঁর পুনরায় ফিরে আসার পক্ষপাতি দলকে রিজইয়্যা শিয়া বলে। ২৮ ও ২৯ ক্রমিকের শিয়ারা হযরত মুছা কাযেম পর্যন্ত ইমাম মানে। এরপর ইমামতের পদ মওকুফ হয়ে গেছে বলে এদের বিশ্বাস।

**৩০। আহ্‌মাদিয়া শিয়া ঃ** হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর তাঁর পুত্র আহ্‌মাদকে এক দল ইমাম বলে স্বীকার করে। এরা ২৭ নং শিয়াদের কাছাকাছি। ২৮, ২৯ নম্বর শিয়াদের চাইতে এরা ভিন্নধর্মী। কেননা, ওরা পরবর্তী কোন ইমাম মানেনা, কিন্তু আহ্‌মদিয়ারা মানে।

**৩১। ইস্‌না আশারিয়া শিয়া ঃ** বারজন ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদেরকে ইস্‌না আশারিয়া বলা হয়। ইমামীয়া শিয়া বা ইমামপন্থী শিয়া বলতে সাধারণতঃ এদেরকেই বুঝানো হয়। এদের বারজন ইমামের নাম হলো ঃ ১। হযরত আলী (রাঃ) ২। ইমাম হাসান ৩। ইমাম হোসাইন ৪। ইমাম জয়নুল আবিদীন ৫। ইমাম বাকের ৬। ইমাম জাফর সাদেক ৭। ইমাম মুছা কাযেম ৮। ইমাম আলী রেযা ৯। ইমাম মুহাম্মাদ তাকী-ওরফে জাওয়াদ ১০। ইমাম আলী নকী ১১। ইমাম হাসান আস্‌কারী ১২। তাঁর ছেলে- ইমাম মুহাম্মাদ মাহ্‌দী। এই শেষোক্ত ইমামই তাদের ভবিষ্যতের প্রতিক্ষীত ইমাম মাহ্‌দী। ইস্‌না আশারিয়াদের একদল মনে করে- তিনি বর্তমানে আত্মগোপন করে আছেন। ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর একদল মনে করে- তিনি

www.sunnibarta.com

ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু পুনরায় তিনি দুনিয়ায় ফিরে আসবেন পুনর্জীবিত হয়ে- যখন পৃথিবী যুলুম ও অত্যাচারে ভরে যাবে। এই চরমপন্থী ইস্না আশারিয়া উপদলটির সূচনা হয় ২৫৫ হিজরীতে। বর্তমানে ইরানে ইস্না আশারিয়া শিয়াদের রাজত্ব চলছে। উল্লেখ্য- ইমাম মাহ্দী হবেন ইমাম হাসান (রাঃ)- এর বংশধর।

**৩২। জাকারিয়া শিয়া ঃ** এরাও বারজন ইমামে বিশ্বাসী। তবে তাঁদের দ্বাদশতম ইমাম হলো- জাফর। তিনি একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীর ভাই। এদের মতে- হাসান আসকারীর কোন সন্তান 'মুহাম্মাদ মাহ্দী' নামে ছিলনা। থাকলেও বাল্যাবস্থায়ই মারা যান। অথবা আব্বাসীয় খলিফা তাকে মেরে ফেলেন। একথা তাঁর চাচা জানতে পেরে নিজেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশীদার বলে দাবী করেন। ইস্না আশারিয়া জাফরকে মিথ্যাবাদী বলে। দ্বাদশ ইমামের ব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব ইস্না আশারিয়া ও যাকারিয়াদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে।

**৩৩। শাইখিয়া ঃ** বর্তমানকালে ইস্না আশারিয়া দলের মধ্যে আর একটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এদেরকে শাইখিয়া বা আহ্মাদিয়া বলা হয়। শাইখ আহম্মাদ ইহ্সায়ী এই দলের নেতা। হযরত আলী (রাঃ) কে এরা দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী আক্লে আউয়াল বলে- যা সরাসরি শিরক্।

**৩৪। রোশ্তিয়া ঃ** সৈয়দ কাযেম হোসাইনী রোশ্তি এই নতুন দলের নেতা। তিনি শাইখ আহম্মাদ ইহ্সায়ীর ছাত্র। তাঁর আক্বীদা তার ওস্তাদের আক্বীদার চাইতেও জঘন্য।

**৩৫। কুর্রিয়া ঃ** কুর্রাতুল আইন নাম্নী এক মহিলা এই দলের নেত্রী। তার নাম হিন্দা, ডাকনাম উম্মে সালমা এবং উপাধী কুর্রাতুল আইন। সৈয়দ কাযেম রোশ্তির পর সে নিজেকে মহিলা ইমাম বলে দাবি করে। এই মহিলার মতে- "মহিলাদের যৌন স্বাধীনতা বৈধ এবং শরিয়তের বিধি বিধানকে সে রহিত বলে ঘোষণা করে"। (বাংলাদেশের কুখ্যাত নারী তসলিমা নাসরীনও নারীর যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী)। এই ভন্ড দলের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যুগ খতম হয়ে গিয়েছে। নামায হলো বিশেষ যুগের সাথে সম্পৃক্ত (নাউযুবিল্লাহ্)। এদের মতে ওহীর দরজা বন্ধ হয়নি। এখনও কামিল ব্যক্তিদের নিকট না কি ওহী আসে। তবে- তা শরীয়তমূলক নয়- বরং শিক্ষামূলক (তাশ্রীয়ী নয়- তালিমী)। এই মহিলা শাহ্ নাসির উদ্দিনের রাজত্ব কালে বিদ্রোহ করে এবং সদলবলে নিহত হয়। তার কিছু ভক্ত তেহ্রান ও ইরাকে পরিদৃষ্ট হয়।

**সারসংক্ষেপ ঃ**

শিয়াদের ফির্কা বা দল উপদল হিসেব করলে ৪+২৪+৩৫= মোট ৬৩টি দাঁড়ায়। ৭২ ফির্কার একটি ফির্কা হলো শিয়া। এদের মধ্যেই পূনঃ ৬৩টি উপ-ফির্কা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করুন।

www.sunnibarta.com